ভাগ্য ও তাকদীর

ইমাম বায়হাকী (রহ) রচিত
শুআবুল ইমান গ্রন্থের
তাকদীর অধ্যায় থেকে সংকলিত

মূল
ইমাম বায়হাকী (রহ)

দারুস সাআদাত
www.darussaadat.com

ভাগ্য ও তাকদীর

ইমাম বায়হাকী (রহ) রচিত
শুআবুল ইমান গ্রন্থের
তাকদীর অধ্যায় থেকে সংকলিত

মূল
ইমাম বায়হাকী (রহ)

প্রকাশক
দারুস সাআদাত
একটি online প্রকাশনা

প্রকাশকাল:
এপ্রিল ২০১৭
রজব ১৪৩৮

ইমেইল

darussaadat@yahoo.com

স্বত্ব:
দারুস সাআদাত
কর্তৃক সংরক্ষিত

মূল্য
pdf: বিনামূল্যে
মুদ্রিত কপি: মুদ্রণ ব্যয় অনুযায়ী

সূচীপত্র

ভাগ্য ও তাকদীর

আল্লাহ তাআলার বাণী ৫

তাকদীরের প্রতি ইমান আনার আবশ্যকতা ৬

তাকদীরের প্রতি ইমান না আনা পর্যন্ত অন্যান্য আমল কার্যকর হবে না ৭

আল্লাহ তাআলা সবকিছু নির্ধারিত পরিমাপে সৃষ্টি করেছেন ৮

হযরত আদম ও মূসা (আ) এর বিতর্ক ৮

তাকদীর নির্ধারিত ৯

যার জন্য যে আমল সহজ ১০

মাতৃগর্ভে চারটি বিষয় এবং শেষ পরিণতি নির্ধারিত হয় ১১

উক্ত হাদীসের ব্যাপারে নবী (সা) কে স্বপ্নে দেখার ঘটনা ১১

তাওফীক লাভের আলামত তিনটি ১৩

সর্ব প্রকার শক্তি-সামর্থ্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ১৪

তাকদীরের ব্যাপারে আপত্তি না করা এবং আপত্তিকর কিছু না বলা ১৪

কোন কাজ না হলে রাসূলুল্লাহ (সা) যা বলতেন ১৫

নবী (সা) কর্তৃক ইবনে আব্বাস (রা) কে উপদেশ ১৫

তাকদীরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকার দুআ ১৬

যে ব্যক্তি ইমানের স্বাদ লাভ করেছে ১৬

তাকদীরে সন্তুষ্ট না হলে ১৬

বড় আবেদ ও পরহেযগার এবং মানুষ থেকে অমুখাপেক্ষী হওয়ার উপায় ১৭

আদম সন্তানের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য যার মধ্যে আছে ১৭

কোন কাজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সা) যে দুআ পড়তেন ১৭

কল্যাণ যেভাবে প্রার্থনা করবে- হযরত ইবনে মাসউদ (রা) এর উপদেশ ১৮

ইস্তিখারার দুআ ১৮

স্থায়ী সুখ-শান্তি যেখানে পাওয়া যায় ১৯

ইমানের হাকীকত- তাকদীর কখনো ভুল করে না ১৯

তাকদীর তাফবীয তাসলীম ও তাওয়াককুল প্রসঙ্গে মাশায়েখদের বাণী ২০

হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহ) এর দুআ ২১

হযরত ইসা (আ) প্রভাতে যে দুআ করতেন ২২

যখন তাকদীর প্রবল হয় তখন জ্ঞান লোপ পায় ২২

সর্বব্যাপারে আল্লাহর উপর ভরসা করা-

মাহমুদ ইবনে হাসান ওয়াররাক (রহ) এর কবিতা ২৩

ভাগ্য ও তাকদীর

আল্লাহ তাআলার বাণী

إِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ

তাদের কোন কল্যাণ সাধিত হলে তারা বলে যে, এটা সাধিত হয়েছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। আর যদি তাদের কোন অকল্যাণ হয় তবে বলে, এটা হয়েছে তোমার পক্ষ থেকে। বলে দাও– এসবই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে।- সূরা নিসা:৭৮

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ

আপনার যে কল্যাণ হয়, তা হয় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। আর আপনার যে অকল্যাণ হয়, সেটা হয় আপনার নিজের কারণে।- সূরা নিসা:৭৯

প্রথম এবং দ্বিতীয় আয়াত বাহ্যত বিপরীত মনে হয়। কিন্তু লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, এর অর্থ হলো কল্যাণকর যা কিছু তোমার লাভ হয় যার দ্বারা তোমার আনন্দ বোধ হয় যেমন দৈহিক সুস্থতা, শত্রুর মোকাবেলায় বিজয়, রিযিকের মধ্যে প্রশস্ততা ইত্যাদি তোমার প্রতি তার সূচনাকারী হলেন আল্লাহ তাআলা। আর যা কিছু তোমার এমন লাভ হয় যা তোমার কাছে মন্দ লাগে এবং তোমাকে চিন্তান্বিত করে তবে তা হলো তোমার নিজের কৃতকর্মের কারণে। এতদসত্ত্বেও তা তোমার প্রতি পরিচালনাকারী হলেন আল্লাহ তাআলা। এবং তোমার এবং তোমার প্রতি আপতিত বিষয়ের ফয়সালাকারী তিনিই।

যেমন অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ

তোমাদের উপর যে বিপদাপদ আসে তা তোমাদের কৃতকর্মের ফল এবং তোমাদের অনেক অপরাধই তিনি ক্ষমা করে দেন।-সূরা শুরা:৩০

অপর এক আয়াতে এটা বলা হয়েছে যে, মুসিবত ও বিপদের সময় এটা বল যে-

قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللهِ

বল, সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে।-সূরা নিসা:৭৮

তাকদীরের প্রতি ইমান আনার আবশ্যকতা

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে বুরায়দা হযরত ইয়াহয়া ইবনে ইয়ামার (রহ) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, সর্বপ্রথম তাকদীর প্রসঙ্গে বিতর্ক তুলেছিলেন মা'বাদ আল জুহ্নি বসরা শহরে। ইয়াহইয়া বলেন, আমরা হজের জন্য বের হলাম। আমি এবং হুমায়দ ইবনে আব্দুর রহমান যখন মদীনায় পৌছলাম তখন আমরা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের সাথে সাক্ষাত করলাম। তিনি মসজিদে নববীতে (নিয়মিত) তাশরীফ আনতেন। আমি আরয করলাম, হে আবু আব্দুর রহমান! আমাদের ওদিকে কিছু লোক আছে যারা কুরআনও পড়ে এবং ইলমে দীনও অন্বেষণ করে এবং এর উপর প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু এ কথা বলে যে, তাকদীর বা ভাগ্য বলতে কিছু নেই। সবকিছু তাৎক্ষণিকভাবে ঘটে।

হযরত ইবনে উমর (রা) বললেন, তাদের সাথে দেখা হলে বলে দিও, আমি তাদের থেকে মুক্ত আর তারা আমার থেকে মুক্ত– তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। কসম সেই সত্তার যার সাথে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর কসম খায়! যদি তাদের কেউ ওহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনার মালিক হয় এবং তা আল্লাহর পথে খরচ করে, তথাপি তাকদীরের প্রতি ইমান না আনা পর্যন্ত আল্লাহ তা কবুল করবেন না।

আমাকে আমার পিতা উমর (রা) হাদীস বর্ণনা করেছে। তিনি বলেছেন- একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সা) এর খিদমতে ছিলাম। এমন সময় ধবধবে সাদা কাপড় পরিহিত এবং কুচকুচে কালো চুলের অধিকারী একজন লোক আগমন করল। তার মধ্যে সফরের কোন (ক্লান্তির) চিহ্ন ছিল না। আর আমাদের মধ্যে কেউই তার পরিচিত ছিল না। তিনি নিজের দুই হাঁটু নবী কারীম (সা) এর দুই হাঁটুর সাথে লাগিয়ে বসে পড়লেন আর তার দুই হাত নবী (সা) এর দুই উরুর উপর রাখলেন।

অতঃপর বললেন, হে মুহাম্মদ! আমাকে ইমানের ব্যাপারে বলুন, ইমান কি? নবী (সা) বললেন, ইমান হলো এই যে-

أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ

তুমি ইমান আনবে আল্লাহর প্রতি, তার ফেরেশতাদের প্রতি, তার কিতাবসমূহের প্রতি, তার রাসূলগণের প্রতি, আখিরাত বা শেষ দিবসের প্রতি এবং তাকদীরে ভাল-মন্দের প্রতি।

তখন লোকটি বলল, আপনি সত্য বলেছেন। এরপর যথারীতি হাদীসের পরবর্তী অংশ বর্ণিত হয়েছে। [রিওয়ায়াত:১৮০, শামেলা:১৭৭][১]

অপর বর্ণনায় আছে

"أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، وَبِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، حُلْوِهِ وَمُرِّهِ، وَبِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ" قَالَ: صَدَقْتَ

"তুমি ইমান আনবে আল্লাহর প্রতি, তার ফেরেশতাদের প্রতি, তার কিতাব সমূহের প্রতি, তার রাসূলগণের প্রতি, তাকদীরে ভাল-মন্দের প্রতি তা মিষ্ট হোক অথবা তিক্ত এবং মৃত্যুর পর পূণরুত্থানের প্রতি।" তখন লোকটি বলল, আপনি সত্য বলেছেন।[২]

আমরা হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকেও বর্ণনা করেছি যে, তিনি এ বিষয়ে এই শব্দযোগে বর্ণনা করেছেন-

وَتُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ كُلِّهِ

তুমি তাকদীরের প্রতি পুরোপুরিভাবে ইমান আনয়ন কর।–

[রিওয়ায়াত:১৮১, শামেলা:১৭৮][৩]

তাকদীরের প্রতি ইমান না আনা পর্যন্ত অন্যান্য আমল কার্যকর হবে না

ইবনুদ দাইলামী (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত উবাই ইবনে কাব (রা) এর নিকট গিয়ে বললাম, আমার মনে তাকদীর সম্পর্কে কিছুটা সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে, অতএব আপনি আমাকে এ ব্যাপারে কোন হাদীস শুনান যা আমার এই সন্দেহকে দূরিভূত করবে। তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা উর্ধলোকের ও ইহলোকের সকলকে শাস্তি দিতে চাইলে তিনি অবশ্যই তাদের শাস্তি দিতে পারেন। তথাপি তিনি তাদের প্রতি যুলুমকারী হবেন না। আর তিনি তাদেরকে দয়া করতে চাইলে তাঁর দয়া তাদের জন্য তাদের আমলের চেয়ে উত্তম হবে। যদি তুমি উহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করতে থাকো, তবে তোমার সেই দান কবূল করা হবে না, যাবৎ না তুমি তাকদীরের উপর ঈমান আনো।

---

[1] . সহিহ মুসলিম, কিতাবুল ইমান, হাদীস:১। জামে তিরমিযী, কিতাবুল ইমান, হাদীস:২৬১০।
[2] . ইবনে মুনদাহ, কিতাবুল ইমান, হাদীস:৭।
[3] . সহিহ মুসলিম, কিতাবুল ইমান, হাদীস:১০। জামে তিরমিযী, কিতাবুল কাদর, হাদীস:২১৫৫।

অতএব তুমি জেনে রেখো! যা কিছু তোমার উপর আপতিত হয়েছে, তা তোমার উপর আপতিত হতে কখনো ভুল হতো না এবং যা তোমার উপর আপতিত হওয়ার ছিল না, তা ভুলেও কখনো তোমার উপর আপতিত হবে না। তুমি যদি এর বিপরীত বিশ্বাস নিয়ে মারা যাও, তাহলে তুমি জাহান্নামে যাবে।

ইবনে দাইলামী বলেন, এরপর আমি হযরত ইবনে মাসউদ (রা) এর নিকট গেলাম, তিনি অনুরুপ হাদীস বললেন। এরপর হযরত হুযায়ফা (রা) এর নিকট গেলাম, তিনিও অনুরুপ বললেন। এরপর হযরত যায়িদ ইবনে সাবিত (রা) এর নিকট গেলাম, তিনিও নবী কারীম (সা) থেকে তাদের অনুরুপ হাদীস বর্ণনা করলেন।

[রিওয়ায়াত:১৮২, শামেলা:১৭৯][4]

আল্লাহ তাআলা সবকিছু নির্ধারিত পরিমাপে সৃষ্টি করেছেন

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুশরিক কুরায়শরা নবী (সা) এর কাছে বসে তাকদীরের ব্যাপারে বিতর্ক করছিল। এমন সময় নিম্নের আয়াত অবতীর্ণ হয়-

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ،يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

নিশ্চয় অপরাধীরা বিভ্রান্ত ও বিকারগ্রস্ত। যেদিন তাদেরকে উপুর করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের দিকে, সেই দিন বলা হবে জাহান্নামের যন্ত্রণা আস্বাদন কর। আমি প্রত্যেক কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে।- সূরা কামার:৪৭-৪৯

[রিওয়ায়াত:১৮৩, শামেলা:১৮০][5]

হযরত আদম ও মূসা (আ) এর বিতর্ক

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন- (রূহের জগতে) আদম ও মূসা (আ) পরস্পর বিতর্কে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। মূসা (আ) আদম (আ) কে বললেন, আপনি আমাদেরকে অপদস্থ করে দিয়েছেন এবং আমাদেরকে জান্নাতে থেকে বহিষ্কৃত করে দিয়েছেন। আদম (আ) মূসা (আ) কে বললেন, হে মূসা! আল্লাহ তাআলা তোমার সাথে কথোপকথন করেছেন এবং তোমাকে তাওরাত গ্রন্থ প্রদান করেছেন। তুমি আমাকে এমন কাজের জন্য তিরষ্কার করছ যা

[4]. মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে আনসার, হাদীস:২১৬৫৩। সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ, হাদীস:৪৬৯৯।
[5]. সহিহ ইবনে হিব্বান, কিতাবুত তারীখ, হাদীস:৬১৩৯। সহিহ মুসলিম, কিতাবুল কাদর, হাদীস:২৬৫৬।

আমাকে সৃষ্টি করার পূর্বেই নির্ধারণ করা হয়েছে। অতএব আদম (আ) তর্কে যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা মূসা (আ) এর উপর বিজয়ী হয়ে গেলেন। [রিওয়ায়াত:১৮৪, শামেলা:১৮১][৬]

[ইমাম বায়হাকী (রহ) বলেন] এই হাদীসে এই প্রমাণ রয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের কার্যাবলী এবং তা প্রকাশ হওয়ার বিষয়ে পূর্ব থেকেই অবগত। আর এর দ্বারা এটাও প্রমাণিত হয় যে, কারো জন্য উচিত নয় যে, সে কোন একজনকে এমন কাজের জন্য তিরষ্কার করবে যা তার ভাগ্যে নির্ধারিত ছিল– যাকে কেউ রুখতে পারত না। তবে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে কারণ ও উপায় থাকার বিষয়টি ব্যতীত।

তাকদীর নির্ধারিত

হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বাকী গারকাদে একটি জানাযাতে ছিলাম। তখন রাসুলুল্লাহ (সা) আমাদের কাছে এসে বসলেন এবং আমরাও তাঁর পাশে বসলাম । তিনি একটি লাকড়ি নিলেন এবং তা দিয়ে জমিনে হালকাভাবে টোকা দিচ্ছিলেন। অতঃপর তিনি তার মাথা মুবারক উঠালেন এবং বললেনঃ তোমাদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি নেই, যার ঠিকানা আল্লাহ তাআলা জান্নাতে অথবা জাহান্নামে নির্ধারণ করেননি এবং সে বদকার হবে অথবা পূণ্যবান হবে, তাও লিপিবদ্ধ করেননি।

হযরত আলী (রা) বলেন, তখন জনৈক ব্যক্তি আরয করল, ইয়া রাসুলুল্লাহ (সা)! আমরা কি আমাদের অদৃষ্টলিপির উপর স্থির থেকে আমল ছেড়ে দেব না? তখন তিনি বললেনঃ যে ব্যক্তি নেককারদের অন্তর্ভুক্ত সে নেককারদের আমলের দিকে পরিচালিত হবে। আর যে ব্যক্তি বদকারদের অন্তর্ভুক্ত সে বদকারদের আমলের দিকে পরিচালিত হবে। হযরত আলী (রা) বলেন, এরপর নবী (সা) বললেনঃ তোমরা আমল করে যাও। প্রত্যেকের পথ সুগম করে দেওয়া হয়েছে । নেক আমলকারীদের জন্য নেক আমল করা সহজ করে দেওয়া হবে। আর বদকারদের জন্য বদকারী আমল সহজ করে দেওয়া হবে। এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন-

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى

[6] . সহিহ মুসলিম, কিতাবুল কাদর, হাদীস:২৬৫২। সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ, হাদীস:৪৭০১।

সুতরাং যে দান করল এবং তাকওয়া অবলম্বন করল এবং যা উত্তম তা গ্রহন করল, আমি তার জন্য সুখকর পরিণামের পথ সুগম করে দেব এবং যে কৃপণতা করল এবং নিজকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করল আর যা উত্তম তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করল, আমি তার জন্য কঠোর পরিণামের পথ সুগম করে দেব । -সূরা লায়লঃ ৫-১০ -[রিওয়ায়াত:১৮৫, শামেলা:১৮২][7]

যার জন্য যে আমল সহজ

আবুল আসওয়াদ আদ দুআলী (রহ) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, " ইমরান ইবন হুসায়ন (র) আমাকে বললেন, আজকাল লোকেরা যে সব আমল করে এবং যে কষ্ট করে, সে সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তা কি এমন কিছু যা তাদের উপর নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে এবং ভাগ্যলিপি দারা তাদের উপর পূর্ব নির্ধারিত? নাকি ভবিষ্যতে তারা করবে যা তাদের কাছে তাদের নবী (সা) নিয়ে এসেছেন এবং যাদের উপর দলীল-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? তখন আমি বললাম, বরং ব্যাপারটি তো তাদের উপর অতীতে সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছে। রাবী বলেন, তখন তিনি বললেন, তাহলে তা কি যুলূম হবে না । তিনি বললেন, এতে আমি খুবই ঘাবড়ে গেলাম এবং বললাম, প্রতিটি বস্তুই আল্লাহর সৃষ্টি এবং তাঁর ক্ষমতাধীন। সুতরাং তিনি যা করেন, সে বিষয়ে কেউ প্রশ্ন করতে পারবে না বরং তাদেরই জবাবদিহি করতে হবে ।

এরপর তিনি আমাকে বললেন, আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। আমি আপনাকে প্রশ্ন করে আপনার উপলব্ধি অনুমান করতে চেয়েছিলাম। মূযায়না গোত্রের দুজন লোক অথবা একজন লোক রাসুলুল্লাহ (সা)-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসুলুল্লাহ (সা)! লোকেরা বর্তমানে যে সব আমল করে এবং কষ্ট করে, সেগুলি কি তাদের জন্য ফয়সালা হয়ে গিয়েছে, আগেই তাকদীর দ্বারা নির্ধারিত, নাকি ভবিষ্যতে তারা সে সব আমল করবে, যা তাদের নবী (সা) তাদের কাছে নিয়ে এসেছে এবং তাদের উপর দলীল প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । তখন তিনি বললেনঃ না বরং বিষয়টি তাদের জন্য ফয়সালা করা হয়েছে এবং পূর্ব থেকেই তাদের জন্য তা সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছে। তখন লোকটি বলল, তাহলে আমারা কিসের ভিত্তিতে আমল করব? নবী (সা) বললেন, (ভাল অথবা মন্দ এই) দুটি অবস্থার যে অবস্থার উপর যাকে সৃষ্টি

[7] . সহিহ বুখারী, জানাযা অধ্যায়, হাদীস:১৩৬২। সহিহ মুসলিম, তাকদীর অধ্যায়, হাদীস:২৬৪৭।

করা হয়েছে তার জন্য তা সহজ করে দেয়া হয়েছে। তার সত্যায়ন আল্লাহর কিতাবের এই আয়াতে রয়েছেঃ

وَنَفْسٌ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا

আর কসম মানুষের এবং তার যিনি তাকে সুঠাম করেছেন, এরপর তাকে তিনি পাপ-পূণ্যের জ্ঞান দান করেছেন। সূরা আশ শামস:৭-৮ -[রিওয়ায়াত:১৮৬, শামেলা:১৮৩][৮]

মাতৃগর্ভে চারটি বিষয় এবং শেষ পরিণতি নির্ধারিত হয়

আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাদিকুল মাসদূক (সত্যপরায়ণ ও সত্যনিষ্ঠরুপে প্রত্যায়িত) রাসুলুল্লাহ (সা) আমাদের হাদীস শুনিয়েছেন যে, তোমাদের প্রত্যেকের শুক্র তার মাতৃ উদরে চল্লিশ দিন জমাট থাকে। এরপর অনুরুপ চল্লিশ দিনে রক্তপিণ্ডে পরিণত হয় । এরপর অনুরুপ চল্লিশ দিনে তা একটি গোশতপিণ্ডের রুপ নেয় । এরপর আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে একজন ফিরিশতা পাঠানো হয়। সে তাতে রুহ ফুকে দেয় । আর তাঁকে চারটি বিষয় লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয় । আর তা হল এই-তার রিযক, তার কর্ম, তার মৃত্যুক্ষণ, এবং তার বদকার ও নেককার হওয়া ।

সেই সত্তার কসম যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই! নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ জান্নাতীদের মত আমল করতে থাকে । অবশেষে তার ও জান্নাতের মাঝখানে মাত্র একহাত ব্যবধান থাকে। এরপর তাকদীরের লিখন তার উপর জয়ী হয়ে যায়। ফলে সে জাহান্নামীদের কাজ-কর্ম শুরু করে। এরপর সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়। আর তোমাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি জাহান্নামের কাজ-কর্ম করতে থাকে। অবশেষে তার ও জাহান্নামের মাঝখানে একহাত মাত্র ব্যবধান থাকে । এরপর ভাগ্যলিপি তার উপর জয়ী হয়। ফলে সে জান্নাতীদের ন্যায় আমল করে। অবশেষে জান্নাতে দাখিল হয়।- [রিওয়ায়াত:১৮৭, শামেলা:১৮৪][৯]

উক্ত হাদীসের ব্যাপারে নবী (সা) কে স্বপ্নে দেখার ঘটনা

হযরত আবু আব্দুল্লাহ আসফাতী (রহ) বলেন, আমি নবী (সা) কে স্বপ্নে দেখে (উক্ত হাদীসের ব্যাপারে) আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আ'মাশ (রহ) যায়দ ইবনে ওয়াহাব থেকে তিনি ইবনে মাসউদ (রা) থেকে তাকদীরের ব্যাপারে (উক্ত) হাদীস বর্ণনা করেছেন (তা কি সঠিক)? তিনি (সা) বললেন- "হ্যাঁ আমিই তা বলেছি। আল্লাহ

[৮]. মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে বাসরিয়ীন, হাদীস:১৯৯৩৬। সহিহ মুসলিম, কিতাবুল কাদর, হাদীস:২৬৫০।
[৯]. সহিহ বুখারী, কিতাব বাদউল খাল্‌ক, হাদীস:৩২০৮। সহিহ মুসলিম, কিতাবুল কাদর, হাদীস:২৬৪৩।

তাআলা আ'মাশ এর প্রতি রহম করুন, যায়দ ইবনে ওয়াহাবকে রহম করুন এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ এর প্রতি রহম করুন আর রহম করুন তাদের প্রতি যারা এই হাদীস বর্ণনা করেছে।" [রিওয়ায়াত:১৮৮, শামেলা:১৮৫]

ইমাম বায়হাকী (রহ) বলেন- এই হাদীস এই বিশ্বাসের উপর দলিল প্রদান করে যে, যে অবস্থার উপর বান্দার আমল শেষ হয় (সে অবস্থাই ধর্তব্য)। আর পূর্বে তাকদীরে যা লিখিত ছিল তাই বাস্তবায়িত হয়। আর এসব থেকে একথাও প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা হিদায়াত করতে পারেন আর যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করতে পারেন। আর বান্দাদের আমল আল্লাহর সৃষ্ট। আর বান্দা তার কাসেব বা উপার্জনকারী। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের কাজকর্মও।- সূরা সাফফাত:৯৬

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا

আল্লাহ যাকে হিদায়াত করতে চান ইসলামের জন্য তার অন্তরকে প্রশস্ত করে দেন। আর যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান তার অন্তরকে খুব সংকুচিত করে দেন।-সূরা আনআম:১২৫

এই আয়াত যেমনিভাবে হিদায়াত ও পথভ্রষ্টতার প্রমাণ তেমনি তা হিদায়ত ও পথভ্রষ্টতা সৃষ্ট হওয়ারও প্রমাণ। এজন্যই আল্লাহ তাআলা বলেন- يَشْرَحُ বক্ষ প্রশস্ত হয় এবং يَجْعَلُ সৃষ্টি করেন, তৈরি করেন। এই শব্দাবলী الْفِعْلَ (ক্রিয়া) وَالْخَلْقَ (সৃষ্টি) কে অত্যাবশ্যক করে। এই আয়াত ব্যতীত এ বিষয়ের উপর আরো অনেক আয়াত রয়েছে। (এছাড়া) আমরা নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছি, তিনি বলেছেন-

اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ

আমল করে যাও, প্রত্যেকের জন্য সেই আমল সহজ করা হয়েছে যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

হযরত হুযায়ফা (রা) বলেন, নবী কারীম (সা) ইরশাদ করেন-

إِنَّ اللهَ صانع كُلَّ صَانِعٍ وَصَنْعَتِهِ

আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক শিল্পী ও তার শিল্পকর্মের স্রষ্টা।-

[রিওয়ায়াত:১৯০, শামেলা:১৮৭][১০]

[10] . আল মুস্তাদরাক হাকীম, কিতাবুল ইমান, হাদীস:৮৫। কিতাব খালকু আফআলুল ইবাদ লিল বুখারী, রিওয়ায়াত:১২৪।

আমরা বর্ণনা করেছি আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন-

الْخَيْرُ وَالشَّرُّ خَلِيقَتَانِ تُنْصَبَانِ لِلنَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

ভাল ও মন্দ উভয়টি সৃষ্ট। আর কিয়ামতের দিন তা মানুষের (হিসাবের) জন্য কায়েম করা হবে।[১১]

এ বিষয়ের উপর অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। আমরা 'কিতাবুল কাদর' এ সেসব উল্লেখ করেছি। যে ব্যক্তি সেদিকে আগ্রহী হতে চায় সে যেন উক্ত গ্রন্থের দিকে মনোনিবেশ করে।

তাওফীক লাভের আলামত তিনটি

হযরত যুননুন মিসরী (রহ) বলেন- তাওফীক লাভের আলামত তিনটি-

১.যোগ্যতা ও সামর্থ্যের অভাব সত্বেও নেক আমলে নিয়োজিত হওয়া।

২.গুনাহ থেকে নিরাপদ থাকা– তার প্রতি ধাবিত হওয়া এবং তা থেকে বাঁচার উপায়ের স্বল্পতা সত্বেও।

৩.দুআ করা এবং দুআর মধ্যে বিনয়-নম্রতা প্রদর্শন ও আহাজারী করা।

আর তিনটি আলামত হলো তাওফীক থেকে বঞ্চিত হওয়ার-

১.গুনাহ থেকে দূরে ভাগা সত্বেও গুনাহ্‌র মধ্যে নিপতীত হয়ে যাওয়া।

২.উপায়-উপকরণ ও শক্তি-সামর্থ্য সত্বেও নেক ও কল্যাণকর কাজ না করা এবং করা থেকে বিরত থাকা।

৩.দুআ করা এবং আল্লাহর সামনে নম্রতা প্রদর্শন ও আহাজারী করা থেকে বঞ্চিত থাকা।

[রিওয়ায়াত:১৯২, শামেলা:১৮৯]

ইমাম বায়হাকী (রহ) বলেন- এই অধ্যায়ের সাথে যে বিষয়টি জানা আবশ্যক তা হলো আল্লাহর উপর কোন কিছু করা আবশ্যক নয়। আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি ও ক্রিয়ার মধ্যে কোন দোষ নাই। আর না এ কথা বলা যাবে যে, তিনি এমন কেন করেছেন? এ অধ্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো আমরা কিতাবুল কাদর-এ সবিস্তারে আলোচনা করেছি।

[11] . মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে কুফিয়ীন, হাদীস:১৯৪৮৭। তাবরানী আউসাত, হাদীস:৮৯২৫।

সর্ব প্রকার শক্তি-সামর্থ্য আল্লাহর পক্ষ থেকে

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বললেন-

أَلَا أُعَلِّمُكَ، أَوْ أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

আমি কি তোমাকে শিখিয়ে দেব না অথবা বললেন, তোমাকে সন্ধান দেব না এমন কালিমার যা আরশের নিম্নস্থিত জান্নাতের খাযানাহ বা ধন ভাণ্ডার থেকে নির্গত। আর তা হলো 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।' গুনাহ থেকে বাঁচার এবং নেক আমল করার শক্তি একমাত্র আল্লাহর সাহায্যের মাধ্যমেই হতে পারে।

(যখন বান্দা এই কালিমা পাঠ করে তখন) আল্লাহ তাআলা বলেন-

أَسْلَمَ عَبْدِي وَاسْتَسْلَمَ

আমার বান্দা আমার আনুগত্য করেছে এবং নিজেকে সমর্পণ করেছে।–[রিওয়ায়াত:১৯৩, শামেলা:১৯০][১২]

তাকদীরের ব্যাপারে আপত্তি না করা এবং আপত্তিকর কিছু না বলা

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন-

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجَزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَرٌّ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا قُلْ قَدَّرَ اللهُ وَمَا شَاءَ اللهُ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ

শক্তিশালী মুমিন দুর্বল মুমিনের তুলনায় আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। তবে উভয়ের মাঝেই কল্যাণ রয়েছে। যে বিষয়টি তোমার উপকার করবে তুমি তার আকাঙ্ক্ষা কর। আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা কর, অক্ষম ও নিরাশ হয়ো না। যদি তুমি কোন ক্ষতি বা অকল্যাণর সম্মুখীন হও তবে এ কথা বলো না যে, যদি আমি এমন করতাম তবে এমন এমন হতো। বরং বল যে, আল্লাহ তাআলার নির্ধারণ ও ফয়সালা এমনই ছিল। তিনি যা চেয়েছেন তাই হয়েছে। কেননা `যদি' কথাটি শয়তানের কর্মকাণ্ডের দরজা উন্মুক্ত করে দেয়।-[রিওয়ায়াত:১৯৪, শামেলা:১৯১][১৩]

---

[12] . মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে আবু হুরায়রা (রা), হাদীস:৭৯৬৬। মিশকাত, কিতাবুদ দাওয়াত, হাদীস:২৩২১।
[13] . সহিহ মুসলিম, কিতাবুল কাদর, হাদীস:২৬৬৪। মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে আবু হুরায়রা (রা), হাদীস:৮৭৯১।

কোন কাজ না হলে রাসূলুল্লাহ (সা) যা বলতেন

আমরা বর্ণনা করেছি হযরত আনাস (রা) থেকে। তিনি বলেন-

خَدَمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَ سِنِينَ، فَمَا أَرْسَلَنِي فِي حَاجَةٍ قَطُّ، فَلَمْ تَتَهَيَّأْ إِلَّا قَالَ

আমি দশ বৎসর পর্যন্ত নবী কারীম (সা) এর খিদমত করেছি। তিনি যদি আমাকে কোন প্রয়োজনীয় কাজে পাঠাতেন আর তা না হত, তখন তিনি বলতেন-

لَوْ قَضَى اللهُ كَانَ، وَلَوْ قَدَّرَ كَانَ

যদি আল্লাহর ফয়সালা হত তবে হয়ে যেত। যদি আল্লাহ তাআলা নির্ধারণ করতেন তবে হয়ে যেত।[১৪]

নবী (সা) কর্তৃক ইবনে আব্বাস (রা) কে উপদেশ

হযরত ইবন আববাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি নবী (সা) এর পিছনে আরোহী ছিলাম। তিনি বললেন-

يَا غُلَامُ أَوْ يَا غُلَيِّمُ، احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، لَمْ يَكْتُبْهُ اللهُ لَكَ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى ذَلِكَ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، لَمْ يَكْتُبْهُ اللهُ عَلَيْكَ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى ذَلِكَ، قُضِيَ الْقَضَاءُ وَجَفَّتِ الْأَقْلَامُ، وَطُوِيَتِ الصُّحُفُ

ওহে বালক! অথবা বললেন ওহে ছোট! আমি তোমাকে কিছু কালেমা শিখিয়ে দিচ্ছি (এর দ্বারা আল্লাহ তোমার উপকার করবেন)। আল্লাহর (বিধানসমূহের) হিফাযত করবে। তিনি তোমার হিফাযত করবেন। আল্লাহর বিধান মেনে চলবে তাহলে তাকে তোমার সামনে সদয় পাবে। যখন কিছু চাইবে তখন আল্লাহর কাছেই চাইবে। যখন সাহায্য চাইবে তখন আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইবে।

জেনে রাখ, সমস্ত উম্মতও যদি তোমার উপকার করতে একত্রিত হয়ে যায় তবে আল্লাহ যা তোমার তাকদীরে লিখে রেখেছেন তা ছাড়া কোন উপকার তারা তোমার করতে পারবে না। আর সব উম্মত যদি তোমার কোন ক্ষতি করতে একত্রিত হয়ে যায় তবে তোমার

[14] . সহিহ ইবনে হিব্বান, হাদীস:৭১৭৯। মুসনাদে আহমদ, হাদীস:১৩৪১৯।

তাকদীরে আল্লাহ তাআলা যা লিখে রেখছেন তা ছাড়া তোমার কোন ক্ষতি তারা করতে পারবে না। তাকদীর নির্ধারিত হয়ে গেছে। কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে আর লিখিত কাগজসমূহও শুকিয়ে গেছে।-[রিওয়ায়াত:১৯৫, শামেলা:১৯২][১৫]

তাকদীরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকার দুআ

আমরা নবী (সা) এর দুআ বর্ণনা করেছি। তিনি দুআ করেছেন-

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصِّحَّةَ وَالْعِفَّةَ وَالْأَمَانَةَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ وَالرِّضَا بِالْقَدْرِ

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট চাই সুস্থতা, পবিত্রতা, আমানতদারী, উত্তম চরিত্র এবং তাকদীর বা তোমার ফয়সালার উপর রাযী থাকার তাওফীক।[১৬]

যে ব্যক্তি ইমানের স্বাদ লাভ করেছে

হযরত আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি-

ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا

সেই ব্যক্তি ইমানের স্বাদ লাভ করেছে– যে আল্লাহকে প্রতিপালক, ইসলামকে দীন এবং মুহাম্মদ (সা) কে নবী হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছে।-

[রিওয়ায়াত:১৯৮, শামেলা:১৯৫][১৭]

তাকদীরে সন্তুষ্ট না হলে

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তাআলা বলেন-

مَنْ لَمْ يَرْضَ بِقَضَائِي وَقَدَرِي فَلْيَلْتَمِسْ رَبًّا غَيْرِي

যে ব্যক্তি আমার নির্ধারিত ফয়সালা এবং তাকদীরে সন্তুষ্ট নয়, তবে সে যেন আমাকে ছাড়া অন্য প্রতিপালক অনুসন্ধান করে নেয়। [রিওয়ায়াত:২০০, শামেলা:১৯৬][১৮]

---

15 . মিশকাত, কিতাবর রিকাক, হাদীস:৫৩০২। জামে তিরমিযী, আবওয়াবুয যুহুদ, হাদীস:২৫১৬।
16. মিশকাত, দুআ অধ্যায়, হাদীস:২৫০০। আদাবুল মুফরাদ, হাদীস:৩০৭।
17 . সহিহ মুসলিম, কিতাবুল ইমান, হাদীস:৩৪। মিশকাত, কিতাবুল ইমান, হাদীস:৯।
18 . তাবরানী কাবীর, ২২ খণ্ড, হাদীস: (৮০৭)। কানযুল উম্মাল, আল ইমান আল ইসলাম, হাদীস:৪৮২।

বড় আবেদ ও পরহেযগার এবং মানুষ থেকে অমুখাপেক্ষী হওয়ার উপায়

হযরত আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন-

أَدِّ مَا افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْكَ تَكُنْ مِنْ أَعْبَدِ النَّاسِ، وَاجْتَنِبْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكَ تَكُنْ مِنْ أَوْرَعِ النَّاسِ، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللهُ لَكَ تَكُنْ مِنْ أَغْنَى النَّاسِ

আল্লাহ তাআলা তোমার প্রতি যা ফরয করেছেন তা আদায় কর তবে লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ইবাদতকারী হতে পারবে। তিনি যা হারাম করেছেন তা থেকে বিরত থাক, তবে সবচেয়ে বেশী পরহেযগার হতে পারবে। আর আল্লাহ তাআলা তোমাকে যা দিয়েছেন তার প্রতি তুষ্ট থাক, তাহলে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশী অমুখাপেক্ষী হতে পারবে। [রিওয়ায়াত:২০১, শামেলা:১৯৭]

আদম সন্তানের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য যার মধ্যে আছে

হযরত সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন-

مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ اسْتِخَارَتُهُ اللهَ وَرِضَاهُ بِمَا قَضَى اللهُ عَلَيْهِ، وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ آدَمَ تَرْكُهُ اسْتِخَارَةَ اللهِ، وَسَخَطُهُ بِمَا قَضَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ

আদম সন্তানের সৌভাগ্য হলো আল্লাহর কাছে ইস্তিখারা (কল্যাণ কামনা) করা এবং আল্লাহ তাআলা তার জন্য যা নির্ধারণ করেন তার উপর সন্তুষ্ট থাকা ।আর আদম সন্তানের দুর্ভাগ্য হলো আল্লাহর কাছে ইস্তিখারা (কল্যাণ কামনা) পরিত্যাগ করা এবং আল্লাহ তাআলার ফয়সালার উপর অসন্তুষ্ট হওয়া– ।-[রিওয়ায়াত:২০৩, শামেলা:১৯৯][১৯]

কোন কাজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সা) যে দুআ পড়তেন

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন কোন কাজের ইচ্ছা করতেন তখন এই দুআ পাঠ করতেন-

اللهُمَّ خِرْ لِي وَاخْتَرْ لِي

হে আল্লাহ! আমাকে ভাল কাজ করার তাওফীক প্রদান করুন এবং আমার জন্য ভাল কাজ নির্ধারণ করে দিন ।-[রিওয়ায়াত:২০৪, শামেলা:২০০][২০]

[19] . মুসনাদে আহমদ, হাদীস:১৪৪৪। জামে তিরমিযী, কিতাবুল কাদর, হাদীস:২১৫১।
[20] .জামে তিরমিযী, দুআ অধ্যায়, হাদীস:৩৫১৬। মুসনাদে আবী ইয়ালা, হাদীস:৪৪।

কল্যাণ যেভাবে প্রার্থনা করবে- হযরত ইবনে মাসউদ (রা) এর উপদেশ

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন- তোমাদের মধ্যে কেউ আল্লাহর নিকট কল্যাণ প্রার্থনা করে এবং বলে- اللهُمَّ خِرْلِي। হে আল্লাহ! আল্লাহ আমার জন্য কল্যাণ নির্ধারণ করুন। অতএব এরপর যখন আল্লাহ তার জন্য কল্যাণ নির্ধারণ করেন তখন সে খুশি হতে পারে না। অতএব তার এভাবে দুআ করা উচিত-

اللهُمَّ خِرْلِي بِرَحْمَتِكَ وَعَافِيَتِكَ

হে আল্লাহ! আপনি আমার জন্য আপনার রহমত ও আফিয়াতের সাথে কল্যাণ নির্ধারণ করুন।

আবার কোন বান্দা এমন বলে যে- اللهُمَّ اقْضِ لِي بِالْحُسْنَى। হে আল্লাহ! আমার জন্য কল্যাণের ফায়সালা করেন। অথচ কল্যাণের ফয়সালা তো কখনো হাত-পা কেটে দেওয়ার দ্বারাও হতে পারে, অথবা ধন-সম্পদ বিনষ্টের মাধ্যমে অথবা সন্তানের বরবাদির মাধ্যমেও হতে পারে। অতএব বান্দার উচিত এভাবে দুআ করা-

اللهُمَّ اقْضِ لِي بِالْحُسْنَى فِي يُسْرٍ مِنْكَ وَعَافِيَةٍ

হে আল্লাহ আপনি আমার জন্য আপনার পক্ষ থেকে আফিয়াত ও সজতার সাথে ভালাই ও কল্যাণের ফয়সালা করুন। [রিওয়ায়াত:২০৫, শামেলা:২০১]

ইস্তিখারার দুআ

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন- তোমাদের কেউ যখন কোন কাজের ইচ্ছা করে তখন সে যেন (কল্যাণ ও সফলতার জন্য) এই দুআ করে-

اللهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اللهُمَّ إِنْ كَانَ كَذَا وَكَذَا – لِلْأَمْرِ الَّذِي يُرِيدُ – خَيْرًا لِي فِي دِينِي وَمَعِيشَتِي، وَعَاقِبَةِ أَمْرِي وَإِلَّا فَاصْرِفْهُ عَنِّي، وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، ثُمَّ اقْدُرْ لِي الْخَيْرَ أَيْنَ كَانَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

হে আল্লাহ! আমি আপনার জ্ঞানের মাধ্যমে কল্যাণ প্রার্থনা করি এবং আপনার শক্তির মাধ্যমে শক্তি প্রার্থনা করি এবং মহান অনুগ্রহ প্রার্থনা করি। কেননা আপনি শক্তিমান আমি অক্ষম। আপনি জানেন আমি জানি না। আপনি সব অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কেও সবিশেষ জ্ঞাত। হে আল্লাহ! যদি আমার এই এই কাজ– সেই কাজের কথা

বল যার ইচ্ছা করেছ– আমার ইহকাল-পরকাল এবং শেষ ফলের দিক দিয়ে যা কল্যাণকর হয় (তবে তা আমার জন্য নির্ধারণ করে দিন)। আর যদি তা আমার জন্য কল্যাণকর না হয় তবে একে আমার থেকে দূর করে দিন আমাকেও এর থেকে দূর করে দিন এবং আমার জন্য কল্যাণ নির্ধারন করে দিন তা যেখানেই থাকুক না কেন। সর্বপ্রকার শক্তি-সামর্থ্য একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই।-[রিওয়ায়াত:২০৬, শামেলা:২০২][২১]

স্থায়ী সুখ-শান্তি যেখানে পাওয়া যায়

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলূল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন-

لَا تُرْضِيَنَّ أَحَدًا بِسَخَطِ اللهِ، وَلَا تَحْمِدَنَّ أَحَدًا عَلَى فَضْلِ اللهِ، وَلَا تَذِمَّنَّ أَحَدًا عَلَى مَا لَمْ يُؤْتِكَ اللهُ، فَإِنَّ رِزْقَ اللهِ لَا يَسُوقُهُ إِلَيْكَ حِرْصُ حَرِيصٍ، وَلَا يَرُدُّهُ عَنْكَ كُرْهُ كَارِهٍ، وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ بِقِسْطِهِ، وَعَدْلِهِ جَعَلَ الرَّوْحَ وَالرَّاحَةَ، وَالْفَرَحَ فِي الرِّضَا وَالْيَقِينِ، جَعَلَ الْهَمَّ وَالْحُزْنَ فِي السَّخَطِ وَالشَّكِّ

আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে কখনো কাউকে সন্তুষ্ট করো না। আল্লাহর অনুগ্রহের উপর অপর কারো কৃতজ্ঞ হয়ো না। আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী যদি তুমি কিছু না পাও তবে তার জন্য অপর কাউকে দোষারোপ করো না। কোন লোভাতুর ব্যক্তির লোভ আল্লাহর রিযিককে তোমার কাছে নিয়ে আসতে পারে না। আর কোন মন্দ লোকের মন্দ কাজ তোমার থেকে তা দূর করতে পারে না। আল্লাহ তাআলা তার আদল ও ইনসাফের দ্বারা আত্ম-প্রশান্তি, প্রশস্ততা ও আনন্দকে সন্তুষ্টি ও ইয়াকীনের মধ্যে রেখেছেন। আর দুশ্চিন্তা ও দুঃখকে (তাকদীরে) অসন্তুষ্টি ও সন্দেহের মধ্যে রেখেছেন।-[রিওয়ায়াত:২০৮, শামেলা:২০৪][২২]

ইমানের হাকীকত- তাকদীর কখনো ভুল করে না

১০৩.হযরত আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলূল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন-

إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةً، وَمَا بَلَغَ عَبْدٌ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ، وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ

প্রত্যেক জিনিসের একটি হাকিকত আছে। আর কোন মানুষ সেই পর্যন্ত ইমানের হাকীকত পর্যন্ত পৌছতে পারে না, যে পর্যন্ত না সে এ কথা জেনে নেয় যে, যা কিছু তার প্রতি আপতিত হয়েছে তা কখনো তার প্রতি আপতিত হওয়া থেকে ভুল করত না। আর যা কিছু তার প্রতি আপতিত হয়নি তা কখনো তার প্রতি আপতিত হতো না।-[রিওয়ায়াত:২১৫, শামেলা:২১১][২৩]

---

21. সহিহ বুখারী, দুআ অধ্যায়, হাদীস:৬৩৮২। মিশকাত, কিতাবুস সালাত, হাদীস:১৩২৩।
22. তাবরানী কাবীর, হাদীস:১০৫১৪। আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুল বুয়ূ, হাদীস:২৬৪৮।
23. মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে কাবায়েল, হাদীস:২৭৪৯০। মুসনাদ আল বাযযার, হাদীস:৪১০৭।

তাকদীর তাফবীয তাসলিম ও তাওয়াককুল প্রসঙ্গে মাশায়েখদের বাণী

হযরত যুননুন মিসরী (রহ) বলেন-

مَنْ وَثِقَ بِالْمَقَادِيرِ لَمْ يَغْتَمَّ

যে ব্যক্তি তাকদীরের প্রতি ইমান রাখে সে কখনো চিন্তিত ও দুঃখিত হয় না।-[রিওয়ায়াত:২১৬, শামেলা:২১২][২৪]

হযরত আবুল আব্বাস বিন আতা (রহ) বলেন-

ذَرُوا التَّدْبِيرَ وَالِاخْتِيَارَ تَكُونُوا فِي طِيبٍ مِنَ الْعَيْشِ، فَإِنَّ التَّدْبِيرِ وَالِاخْتِيَارَ يُكَدِّرُ عَلَى النَّاسِ عَيْشَهُمْ

তদবীর বা উপকরণ এবং নিজের পছন্দের মধ্যে লিপ্ত হওয়া থেকে বাঁচ (বরং আল্লাহ যেভাবে রাখেন সেভাবে খুশি থাক) তাহলে জীবনে সুখে থাকবে। এজন্য যে, উপকরণ ও পছন্দের পিছনে পড়া জীবনকে পঙ্কিল করে দেয়।[২৫]

তিনি আরও বলেন-

الْفَرَحِ فِي تَدْبِيرِ اللهِ تَعَالَى لَنَا، وَالشَّقَاءُ فِي تَدْبِيرِنَا

আমাদের জন্য খুশি ও আনন্দ হলো আল্লাহর তদবীর বা ব্যবস্থাপনার মধ্যে। আর বঞ্চনা ও কাঠিন্য হলো আমাদের নিজেদের তদবীর ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে। [রিওয়ায়াত:২২০, শামেলা:২১৬]

মুহাম্মদ ইবনে মাসরূক আত তুসী (রহ) বলেন-

مَنْ تَرَكَ التَّدْبِيرِ عَاشَ فِي رَاحَةٍ

যে ব্যক্তি তদবীর (এ নিমগ্ন হওয়া) ছেড়ে দেয় সে শান্তি ও আরামের জীবন অতিবাহিত করে।-[রিওয়ায়াত:২২২, শামেলা:২১৮][২৬]

হযরত সাহল (রহ) বলেন-

---

[24] . হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৯ম খণ্ড, পৃ:৩৮০। মুখতাসার তারীখে দিমাশক লি ইবনে মানযূর, ৮ম খণ্ড, পৃ:২৫১।
[25] . হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০ম খণ্ড, পৃ:২০১। তাবাকাতুস সূফিয়া, ১ম খণ্ড, পৃ:১৬৯।
[26] . হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০ম খণ্ড, পৃ:২১৩।

الْبَلْوَى مِنَ اللهِ عَلَى وَجْهَيْنِ: بَلْوَى رَحْمَةٍ، وَبَلْوَى عُقُوبَةٍ،فَبَلْوَى الرَّحْمَةِ يَبْعَثُ صَاحِبَهُ عَلَى إِظْهَارِ فَقْرِهِ إِلَى اللهِ وَتَرْكِ التَّدْبِيرِ، وَبَلْوَى الْعُقُوبَةِ يَبْعَثُ صَاحِبَهُ عَلَى اخْتِيَارِهِ وَتَدْبِيرِهِ

বিপদ ও পরীক্ষা আল্লাহর পক্ষ থেকে দুই ধরণের হয়। রহমতস্বরুপ বিপদ অথবা শাস্তিস্বরুপ বিপদ। রহমতস্বরুপ বিপদ বা পরীক্ষা হলো, যে নিজের দারিদ্রতা ও অসহায়ত্ব আল্লাহর নিকট পেশ করে এবং তদবীর তথা নিজের পছন্দাপছন্দ পরিত্যাগ করে। আর শাস্তিস্বরুপ বিপদ হলো, যে তার পছন্দাপছন্দ ও তদবীরের পিছনে পতিত হয়।- [রিওয়ায়াত:২২২, শামেলা:২১৯][২৭]

হযরত শাকীক (রহ) বলেন-

يَا فَقِيرُ لَا تَشْتَغِلْ، وَلَا تَتْعَبْ فِي طَلَبِ الْغِنَى، فَإِنَّهُ إِذَا قُسِمَ لَكَ الْفَقْرُ لَا تَكُونُ غَنِيًّا

হে ফকীর! দুনিয়াতে মশগুল হয়ো না। আর প্রাচূর্য অন্বেষণে কষ্ট উঠিয়ো না। এজন্য যে, যখন তোমার জন্য দারিদ্রতা নির্ধারণ হয়ে গেছে তখন তুমি ধনী হতে পারবে না।-[রিওয়ায়াত:২২৩, শামেলা:২২০][২৮]

হযরত ইউনুস বিন উবায়দ (রহ) বলেন-

مَا تَمَنَّيْتُ شَيْئًا قَطُّ

আমি কখনো কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা ও আশা করিনি।-

[রিওয়ায়াত:২২৯, শামেলা:২২৬]

হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহ) এর দুআ

হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহ) এই দুআ করতেন-

اللهُمَّ رَضِّنِي بِقَضَائِكَ، وَبَارِكْ لِي فِي قَدَرِكَ حَتَّى لَا أُحِبَّ تَعْجِيلَ شَيْءٍ أَخَّرْتَهُ، وَلَا تَأْخِيرَ شَيْءٍ عَجَّلْتَهُ

হে আল্লাহ! আমাকে তোমার সিদ্ধান্তের উপর তুষ্ট রাখ এবং তোমার নির্ধারিত তাকদীরের মধ্যে আমার জন্য বরকত দান কর। এমনকি আমি যেন আগে না চাই যা তুমি পরে দেবে বলে নির্ধারণ করেছ। আর আমি যেন পরে না চাই যা তুমি আগে দেবে বলে নির্ধারণ করেছ।-[রিওয়ায়াত:২২৭, শামেলা:২২৪]

[27] . হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০ম খণ্ড, পৃ:২১১। তাবাকাতুস সূফিয়া, ১ম খণ্ড, পৃ:১৭০।
[28] . তারীখে দিমাশক লি ইবনে আসাকির, ২৩ খণ্ড, পৃ:১৪২।

হযরত ইসা (আ) প্রভাতে যে দুআ করতেন

হযরত ইসা (আ) এই দুআ করতেন-

اللهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ لَا أَسْتَطِيعُ دَفْعَ مَا أَكْرَهُ، وَلَا أَمْلِكُ نَفْعَ مَا أَرْجُو، وَأَصْبَحَ الْأَمْرُ بِيَدِ غَيْرِي، وَأَصْبَحْتُ مُرْتَهِنًا بِعَمَلِي، فَلَا فَقِيرَ أَفْقَرُ مِنِّي، اللهُمَّ لَا تُشْمِتْ بِي عَدُوِّي، وَلَا تَسُؤْ بِي صَدِيقِي، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتِي فِي دِينِي، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ مَنْ لَا يَرْحَمُنِي

হে আল্লাহ! এই সুন্দর প্রভাতে অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয়ের গতিরোধ করা এবং কাঙ্ক্ষিত বিষয়ের সুফল ভোগ করার ক্ষমতা আমার নেই। অপর কারো হাতে নয় আপনার হাতেই সর্ব বিষয়ের চাবিকাঠি। হে আল্লাহ! ত্রুটিপূর্ণ আমলের কারণে আমি দায়গ্রস্ত। আপনার দরবারে আমার মত বড় অসহায় ফকীর আর কেউ নেই। হে আল্লাহ! আমার শত্রুকে আমার ব্যাপারে খুশি হওয়ার সুযোগ প্রদান করো না এবং আমার সুহৃদকে আমার ব্যাপারে কখনো দুঃখিত করো না। আমাকে আমার দীনের ব্যাপারে কখনো বিপদগ্রস্ত করো না। আর এমন কোন ব্যক্তিকে আমার উপর আধিপত্য দিয়ো না, যে আমার প্রতি সদয় আচরণ করবে না। [রিওয়ায়াত:২৪০, শামেলা:২৩৭][29]

যখন তাকদীর প্রবল হয় তখন জ্ঞান লোপ পায়

হযরত সুলায়মান (আ) এর ঘটনা প্রসঙ্গে হুদুহুদ পাখির আলোচনায় ইবনে আব্বাস (রা) কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, হুদহুদ যমীনের নীচে পানি দেখতে পায় কিন্তু যখন বাচ্চারা তাকে ধরার জন্য যমীনে জাল বিছায় তখন সে কেন তা দেখতে পায় না? এর উত্তরে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন-

إِنَّ الْقَدَرَ إِذَا جَاءَ حَالَ دُونَ الْبَصَرِ

যখন তাকদীর প্রবল হয় তখন চোখ অন্ধ হয়ে যায় ।-

[রিওয়ায়াত:২৪৯, শামেলা:২৪৭][30]

তিরমিযী (রহ) বলেন-

إِذَا جَاءَ الْقَدَرُ عَمِيَ الْبَصَرُ، وَإِذَا جَاءَ الْحِينُ غَطَّى الْعَيْنَ

যখন তাকদীর প্রবল হয় তখন চোখ অন্ধ হয়ে যায়। আর যখন মৃত্যু এসে পড়ে তখন চোখের উপর পর্দা পড়ে যায়। [রিওয়ায়াত:২৫০, শামেলা:২৪৮]

---

[29]. তাফসীর দুররে মানসূর, সূরা আল ইমরান:৪৮। মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, কিতাবুদ দুআ, হাদীস:২৯৩৮৬।
[30]. তাফসীর তাবারী, তাফসীর ইবনে কাসীর, সূরা নামল:২০।

সর্বব্যাপারে আল্লাহর উপর ভরসা করা– মাহমুদ ইবনে হাসান ওয়াররাক (রহ) এর কবিতা

মাহমুদ ইবনে হাসান ওয়াররাক (রহ) বলেন-

تَوَكَّلْ عَلَى الرَّحْمَنِ فِي كُلِّ حَاجَةٍ ... أَرَدْتَ فَإِنَّ اللهَ يَقْضِي وَيَقْدِرُ

مَتَى مَا يُرِدْ ذُو الْعَرْشِ أَمْرًا بِعَبْدِهِ ... يُصِبْهُ وَمَا لِلْعَبْدِ مَا يَتَخَيَّرُ

وَقَدْ يَهْلِكُ الْإِنْسَانُ مِنْ وَجْهِ أَمِنَهُ ... وَيَنْجُو بِحَمْدِ اللهِ مِنْ حَيْثُ يَحْذَرُ"

নিজের সকল প্রয়োজন ও ইচ্ছার ব্যাপারে দয়াময় আল্লাহর উপর ভরসা কর, কেননা আল্লাহই কাযা ও তাকদীরের মালিক। যখন আরশের অধিপতি বান্দার জন্য কোন কিছু ফয়সালা করেন, তখন তা তার নিকট পৌছে যায় এবং বান্দার কোন ইচ্ছা ও অধিকার সেখানে থাকে না। কখনো মানুষ নিরাপদ অবস্থায়ও ধ্বংস হয়ে যায়। আবার কখনো আল্লাহর প্রশংসা যে, বিপদ ও ধ্বংসের স্থান থেকেও মুক্তি পেয়ে যায়।- [রিওয়ায়াত:২৫২, শামেলা:২৫০]

□ □ □ □ □